কলকাতা হাইকোর্ট
সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
আপিল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য

<u>২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ. No.১৪৪৪৭</u>
ড. কুণাল সাহা
বনাম
রেজিস্ট্রার, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল (ডব্লিউবিএমসি) এবং অন্যান্য

ব্যক্তিগতভাবে আবেদনকারী	ডঃ কুনাল সাহা (ব্যক্তিগতভাবে)
ডব্লিউ. বি. এম. সি-র পক্ষে	শ্রী সাক্য সেন, শ্রী সুনীল গুপ্ত
শুনানির শেষে	১৭.১১.২০২৩
রায় দিয়েছেন	২০.১১.২০২৩

বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য-

১. আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যা ১ নভেম্বর, ২০২২-এ শেষ হয়েছিল। যদিও রিট পিটিশনে চাওয়া ত্রাণগুলি পুরো কাউন্সিলকে ভেঙে দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত, তবে যুক্তিগুলি এবং রিট পিটিশনে থাকা যুক্তিগুলি প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রপতি এবং কাউন্সিলের সহ-সভাপতির নির্বাচনকে আক্রমণ করে।

২. আদালতের অনুমতি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে বেঙ্গল মেডিকেল অ্যাক্ট, ১৯১৪-এর ধারা ১১ (১) (এরপরে উল্লেখ করা হয়েছে, "১৯১৪ সালের আইন") শর্ত দেয় যে -এর কোনও সদস্যের পদের মেয়াদ ধারা ৪ এর অধীনে মনোনীত বা নির্বাচিত অথবা ধারা ৫-এর অধীনে মনোনীত পরিষদ

এমন তারিখে শুরু হবে যা রাজ্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে অবহিত করা যেতে পারে।

৩. ১১এ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে, কাউন্সিলের সদস্যরা ধারা ১১ (১)-এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের পরে তাদের প্রথম সভা ডাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে মনোনীত হওয়ার জন্য তিন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবেন, যার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে মনোনীত করবে।

৪. একইভাবে, ধারা ১১বি (১)-এর অধীনে, সদস্যরা তাঁদের মধ্যে উপরোক্ত হিসাবে উল্লিখিত প্রথম বৈঠকে একজন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন।

৫. বর্তমান ক্ষেত্রে, ধারা ৭-এর অধীনে এবং ১৯১৪ আইনের ধারা ১১ (১)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সরকারী গেজেটে ৩ নভেম্বর, ২০২২-এ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু নবগঠিত পরিষদ ১১এ এবং ১১বি ধারার অধীনে পরিকল্পিত হিসাবে ১ নভেম্বর, ২০২২-এ সভাটি অনুষ্ঠিত করে, যে তারিখে পরিষদ গঠিত হয়েছিল। যুক্তি দেওয়া হয় যে, এইভাবে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির উক্ত সভা বা মনোনয়ন ১১এ এবং ১১বি ধারার লঙ্ঘন এবং তা বাতিল করা উচিত।

৬. আবেদনকারী আরও বলেন যে, কাউন্সিল গঠনের তারিখে অর্থাৎ ১ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সমস্ত সদস্যকে অবহিত করা এবং একত্রিত করা শারীরিকভাবে অসম্ভব ছিল, কারণ সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং সম্ভবত এত অল্প সময়ের নোটিশে একত্রিত হতে পারে না।

৭. অতএব, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে রাজ্য সরকারের প্রতি রাজনৈতিক ঝোঁক থাকা অনুচরদের কে অবজ্ঞা করে তাড়াহুড়ো করে বেছে নেওয়া হয়েছিল আইনের বিধান।

৮. মেডিকেল কাউন্সিলের শিক্ষিত প্রবীণ কৌঁসুলি আবেদনকারীর অবস্থান সম্পর্কে প্রাথমিক আপত্তি তুলেছেন। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে আবেদনকারী একজন ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া (ওসিআই)। নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৭এ-তে ওসিআই কার্ডধারীদের নিবন্ধনের ব্যবস্থা রয়েছে। ধারা ৭বি ওসিআই কার্ডধারীদের অধিকার প্রদান করে। ধারা ৭বি-র উপ-ধারা (২) শর্ত দেয় যে কোনও ওসিআই তাতে উল্লিখিত বিধানগুলির অধীনে ভারতের নাগরিককে প্রদত্ত অধিকারের অধিকারী হবে না। ৭বি ধারার উপ-ধারা (২)-এর ধারা (ক)-এ সরকারি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতার বিষয়ে সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ধারা (চ) ভোটার হিসাবে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ধারা ১৬-এর অধীনে অধিকারের কথা বলেছে। ধারা ৭বি (২)-এ যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, কোনও ওসিআই কার্ডধারীকে দেশের কোনও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, আবেদনকারী ওসিআই হওয়ায় এমন কোনও নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না যেখানে তিনি পক্ষ হতে পারবেন না।

৯. মামলা করার অধিকার বিষয়ে মেডিকেল কাউন্সিলের প্রবীণ কৌঁসুলি আরও যুক্তি দেখান যে ধারা ৪ (১) মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচন/মনোনয়নের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে। এর শর্তাবলীতে বলা হয়েছে যে কোনও নিবন্ধিত অনুশীলনকারী উক্ত ধারার অধীনে সদস্যদের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বা প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানোর অধিকারী হবেন না যদি না তিনি-

(i) ভারতের নাগরিক; এবং

(ii) হয় বসবাস করেন বা তাঁর পেশা চালিয়ে যান অথবা পশ্চিমবঙ্গে কাজে নিযুক্ত।

এটি বলা হয় যে যদিও আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গের একজন নিবন্ধিত চিকিৎসক, তবুও তিনি ভারতের নাগরিক নন বা ভারতে বসবাসও করেন না; তাই তিনি যে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করছেন তার জন্য ভোট দিতে বা প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে অযোগ্য। অতএব, আবেদনকারীর এমন কোনও আইনি অধিকার নেই যা লঙঘন করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। এটি হাইলাইট করা হয় যে বর্তমান রিট পিটিশনটি কোনও জনস্বার্থ মামলা নয় এবং এইভাবে, আবেদনকারীর কোনও ব্যক্তিগত কারণ নেই।

১০. মাননীয় বরিষ্ঠ কৌঁসুলি তৃতীয়ত যুক্তি দেন যে আবেদনকারী কাউন্সিলের সভাপতি বা সহ-সভাপতি নির্বাচিত করে এমন সদস্যদের সংস্থার সদস্য নন এবং রাষ্ট্রপতি বা সহ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন/মনোনয়নকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন না।

১১. যোগ্যতার ভিত্তিতে, এটি জমা দেওয়া হয় যে ২০২২ সালের ১ নভেম্বর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল এবং নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সমস্ত সদস্যের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র সরকারী গেজেটে প্রকাশ ৩ নভেম্বর, ২০২২-এ হয়েছিল। তবে, উক্ত বিজ্ঞপ্তির শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ১৯১৪ সালের আইনের ১১ ধারার উপ-ধারা (১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপাল ১ নভেম্বর, ২০২২-কে পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যদের পদের মেয়াদ শুরু হওয়ার তারিখ হিসাবে অবহিত করেছেন। সুতরাং, বাস্তবিক অর্থে, যদিও সরকারী গেজেট প্রকাশনা ৩ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে হয়েছিল, সদস্যরা ১ নভেম্বর, ২০২২ থেকে পূর্ববর্তী প্রভাবের সাথে অফিস শুরু করেছিলেন, এমনকি উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারেও। সুতরাং, যুক্তি দেওয়া হয় যে, একই তারিখে রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সদস্যদের উপর কোনও বাধা ছিল না।

১২. এটি বলা হয়েছে যে, বিরোধী হলফনামায় যেমন বলা হয়েছে, নতুন নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য এই আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে নবনির্বাচিত কাউন্সিল ১ নভেম্বর, ২০২২ থেকে কার্যকরভাবে কাজ শুরু করতে পারে, নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সদস্যদের কলকাতা ও তার আশেপাশে থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে উক্ত আদেশটি যথাযথভাবে মেনে চলা যায়। অতএব, ১ নভেম্বর, ২০২২-এ যৌথভাবে কাজ করা কাউন্সিলের মধ্যে কোনও অযৌক্তিকতা ছিল না, যাতে তাদের মধ্যে একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে মনোনীত করার জন্য এবং নিজেদের মধ্যে একজন সহ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার জন্য তিনজন ব্যক্তির সুপারিশ করা হয়।

১৩. জবাবে আবেদনকারী বলেন যে নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়াটি কলুষিত করা হয়েছে এবং নতুন নির্বাচনের বিরুদ্ধে চিকিৎসক এবং অন্যান্যদের দ্বারা আরও বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ বিচারাধীন রয়েছে। এই বিষয়ে আবেদনকারী একটি অবমাননার আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা আবেদনকারীকে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করার স্বাধীনতা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

১৪. আবেদনকারী গালফ গোয়ান্স হোটেলস কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্য একটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যদেরও উদ্‌ধৃত করেছেন, (২০১৪) ১০ এস. সি. সি ৬৭৫৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে নাগরিকদের আবদ্ধ করার জন্য যা আইন বলে দাবি করা হয় তা অবশ্যই অবহিত করা বা জনসমক্ষে প্রকাশ করা আবশ্যক। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন যে কোনও আইন কার্যকর হওয়ার আগে এটি অবশ্যই ঘোষণা বা প্রকাশিত হতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে যতদূর প্রকাশনার পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, উক্ত আদালত দ্বারা ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে যে এই পদ্ধতিটি অবশ্যই সংবিধানে নির্ধারিত হিসাবে হতে হবে। যদি সংবিধানে না থাকে

যে কোনও প্রেসক্রিপশন এবং এমনকি অধস্তন আইনের অধীনেও এই বিষয়ে নীরবতা রয়েছে, আইনটি কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন এটি প্রথাগতভাবে স্বীকৃত সরকারী চ্যানেলের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে, যথা, সরকারী গেজেট।

১৫. আবেদনকারী তার যুক্তির সমর্থনে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম জি. এস. চথা রাইস মিলস এবং ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৭৭০ [সমতুল্য (২০২১) ২ এস. সি. সি ২০৯]-এ রিপোর্ট করা অন্যটিরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১৬. চ্যালেঞ্জের অন্যান্য দিকগুলিতে প্রবেশের আগে লোকাস স্ট্যান্ডির বিষয়টি প্রথমে মোকাবিলা করা হচ্ছে।

১৭. মামলার অধিকার নিয়ে প্রশ্নটি এর আগে, ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ৮১৪০-তে উত্থাপিত হয়েছিল, যা ২৯শে জুন, ২০২২-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেখানে পূর্ববর্তী কাউন্সিলটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, নির্বাচনী প্রক্রিয়া তদারকির জন্য একটি অ্যাডহক কমিটি নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা বর্তমান নির্বাচনে শেষ হয়েছিল। উক্ত রায়ে, এই ধরনের আপত্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। রায়ের ২০ অনুচ্ছেদে, এটি বলা হয়েছিল যে ডঃ কুণাল সাহা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য [২০১৬ এসসিসি অনলাইন ক্যাল ৭২/এবং একই পক্ষের মধ্যে অন্য একটি রায়ে, এআইআর ২০১৫ ক্যাল ৩৭০-তে রিপোর্ট করা হয়েছে, এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল যে আবেদনকারীর বর্তমানের মতো এই জাতীয় বিষয় উত্থাপন করার অধিকার রয়েছে।

১৮. যে কোনও ক্ষেত্রে, এটি বিতর্কিত নয় যে আবেদনকারী একজন নিবন্ধিত চিকিৎসক যার ভারতে মেডিসিন অনুশীলনের লাইসেন্স রয়েছে।

১৯. ১৯১৪ সালের আইনের ৪ ধারার বিধানের উপর কাউন্সিলের নির্ভরতা ভুল। সেখানে বলা হয়েছে যে কোনও নিবন্ধিত অনুশীলনকারী ধারার অধীনে সদস্যরা যদি না তিনি ভারতের নাগরিক হন এবং নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বা প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানোর অধিকারী হবেন না,

অথবা যদি না পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন বা তাঁর পেশা চালিয়ে যান বা নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মানদণ্ডের ক্ষেত্রে, আবেদনকারী, একজন নিবন্ধিত চিকিৎসক হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতে তাঁর পেশা চালিয়ে যাওয়ার অধিকারী।

২০. আবেদনকারীর ভারতের নাগরিক হিসাবে অধিকার আছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য, আমাদের নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ৭বি ধারা (সংক্ষেপে, "১৯৫৫ আইন") খতিয়ে দেখতে হবে। উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) ও. সি. আই কার্ডধারীদের নির্বাচন সম্পর্কিত কিছু নির্দিষ্ট অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

২১. উক্ত উপধারার (ক) ধারাটি সরকারি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্তমান চ্যালেঞ্জটি সরকারি কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ও সহ-সভাপতির নির্বাচন সম্পর্কিত সম্মানসূচক পদগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত।

২২. ৭বি ধারার উপ-ধারা (২)-এর ধারা (চ) বিধানসভা/লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোটার হিসাবে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ধারা ১৬-এর সাথে সম্পর্কিত এবং মেডিকেল কাউন্সিলগুলির নির্বাচন পরিচালনা করে না। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৭বি (২)-এর কোনও ধারা বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য নয়। অতএব, ওসিআই হিসাবে আবেদনকারী ১৯১৪ সালের আইনের ধারা ৪-এর বিধানের অর্থের মধ্যে ভারতের নাগরিক হিসাবে একই ভিত্তিতে অধিকার দাবি করার অধিকারী।

২৩. তা ছাড়া, বর্তমান মামলায় একটি বৃহত্তর বিষয় জড়িত রয়েছে। ভারতের যে কোনও নাগরিক খুব ভালভাবে আদালতের নজরে কোনও রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিলের কার্যকারিতায় একটি পেটেন্ট অবৈধতা আনতে পারে। আবেদনকারী, একজন নিবন্ধিত চিকিৎসক যাঁর অনুশীলন করার অধিকার রয়েছে

পশ্চিমবঙ্গের অবশ্যই অবাধ ও যথাযথ পদ্ধতিতে অনুশীলন করার অধিকার রয়েছে। মেডিকেল কাউন্সিলের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অবৈধতা যা এই ধরনের অনুশীলন পরিচালনা করে তা অবশ্যই আইনি ভিত্তিতে এবং সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনকারীর অধিকার লঙ্ঘন করে।

২৪. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকারী সংস্থার সদস্য না হওয়ার কারণে আবেদনকারী যে ১৯১৪ সালের আইনে সমর্থন পান না, সেই বিষয়ে অন্য যুক্তিটি। ১১এ (১) ধারায় কেবল বলা হয়েছে যে কাউন্সিলের সদস্যরা তাদের প্রথম বৈঠকে তিনটি নাম সুপারিশ করবেন যার মধ্যে রাষ্ট্রপতি মনোনীত হবেন। বর্তমান রিট পিটিশনটি সেই পদ্ধতিটিকে চ্যালেঞ্জ করতে চায় যেখানে উক্ত বিধানটি কথিতভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছিল। সুতরাং, আবেদনকারী কাউন্সিলের অংশ না হওয়ার যুক্তিটি কোনওভাবেই বর্তমান চ্যালেঞ্জকে বাধা দেয় না।

২৫. অতএব, আবেদনকারীর তাত্ক্ষণিক চ্যালেঞ্জ পছন্দ করার অধিকার রয়েছে।

২৬. পরবর্তী বিষয়ে আবেদনকারীর উত্থাপিত আপত্তি ১৯১৪ সালের আইনের ১১এ (১) ধারার "প্রজ্ঞাপনের পরে" অভিব্যক্তিটির উপর ভিত্তি করে। উক্ত ধারায় ১১ (১) ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, কাউন্সিলের কোনও সদস্যের পদের মেয়াদ রাজ্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে এই বিষয়ে অবহিত করা যেতে পারে এমন তারিখে শুরু হবে, যা ইঙ্গিত করে যে এতে বিবেচিত বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে থাকতে হবে এবং অন্যথায় নয়।

২৭. ধারা ১১এ-এর উপ-ধারা (১)-এ এটি বাধ্যতামূলক করা হয়নি যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পরে কাউন্সিলের সদস্যদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। উক্ত উপ-ধারার জোর দেওয়া হয়েছে যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে তা নয়, বরং কাউন্সিলের বৈধ সদস্যরা তাদের প্রথম বৈঠকে তিনটি নাম সুপারিশ করবেন, যার মধ্যে একজন ব্যক্তিকে রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে মনোনীত করবে।

২৮. বর্তমান ক্ষেত্রে, নির্বাচন ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশ্ন-উত্তর বিজ্ঞপ্তিটি ২০২২ সালের ১লা নভেম্বর তারিখের ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২০২২ সালের ৩রা নভেম্বর অর্থাৎ তার দু 'দিন পরে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রজ্ঞাপনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ১৯১৪ সালের আইনের ১১ (১) ধারার বিবেচনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যদের মেয়াদ শুরু হওয়ার তারিখ ছিল ২০২২ সালের ১লা নভেম্বর।

২৯. অতএব, ১লা নভেম্বর, ২০২২ তারিখে, কাউন্সিলের সদস্যরা ইতিমধ্যে নির্বাচিত/নির্বাচিত হয়েছিলেন, যখন পরের দিন বিকেল ৩টায়, উক্ত সদস্যরা রাষ্ট্রপতি হিসাবে মনোনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনটি নাম সুপারিশ করার জন্য বৈঠক করেছিলেন। সুতরাং, এটি যুক্তি দেওয়া যায় না যে সদস্যরা অন্যথায় সুপারিশ করার যোগ্য ছিলেন না।

৩০. আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যদিও সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের প্রকৃত প্রকাশনা কেবল ৩ নভেম্বর, ২০২২-এ হয়েছিল, তবে উক্ত প্রকাশনায় বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং তারিখ দেওয়া হয়েছিল। এই তারিখটি স্পষ্টভাবে ১ নভেম্বর, ২০২২ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। অতএব, ধারা ১১এ (১)-তে বিবেচিত বিজ্ঞপ্তির "তারিখ" ছিল ১লা নভেম্বর, ২০২২ নিজেই, যদিও পরে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়।

৩১. ধারা ১১এ (১)-তে ব্যবহৃত ভাষাটি হল যে, ১১ ধারার উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের পর কাউন্সিলের সদস্যরা তাদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতির জন্য নাম সুপারিশ করতে এগিয়ে যাবেন। অন্যদিকে, ধারা ১১ (১)-এ বলা হয়েছে যে, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে থাকবে। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, ৩ নভেম্বর, ২০২২-এ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে গেজেটে ১ নভেম্বর, ২০২২-এর তারিখ উল্লেখ করা হয়েছিল। অতএব, সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যে একটি হল যে, ধারা ১১এ (১)-এর অধীনে কাউন্সিলের সদস্যদের প্রথম সভা একই দিনে প্রজ্ঞাপনের পর ১ নভেম্বর, ২০২২-এ বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৩২. আবেদনকারীর দ্বারা উদ্‌ধৃত দ্বিতীয় রায়টি হল জি. এস. চথা রাইস মুলস (উপরে), যা শর্ত দেয় যে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে গেজেটটি প্রকাশের সঠিক সময়টি তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে উক্ত অনুপাতের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

৩৩. যে কোনও ক্ষেত্রে, ধারা ১১এ (১) বাধ্যতামূলক ভাষায় প্রজ্ঞাপনের পরে প্রথম বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে না। উক্ত বিধানটি নেতিবাচক আকারে নয়, এই বলে যে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে কোনও পরিস্থিতিতে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে না বা যদি তা পরিচালিত হয় তবে বৈঠকটি বাতিল হয়ে যাবে।

৩৪. গালফ গোয়ানস হোটেলস কোম্পানি লিমিটেড (সুপ্রা)-এ নির্ধারিত অনুপাতের ক্ষেত্রে, বর্তমান মামলায় কোনও সমস্যা নেই। সুপ্রিম কোর্ট কেবল পর্যবেক্ষণ করেছে যে নাগরিকদের আবদ্ধ করার জন্য একটি আইন অবশ্যই অবহিত বা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এই ধরনের নীতি হল এখানে সরাসরি প্রযোজ্য নয়, কারণ আমরা এমন কোনও আইন নিয়ে কাজ করছি না

অথবা আইনের শক্তি থাকা কিন্তু শুধুমাত্র একটি পরিষদ গঠন এবং তার পদাধিকারীদের নিয়োগের মতো কোনও নির্দেশিকা। যে কোনও ক্ষেত্রে, যেহেতু আবেদনকারী ১৯১৪ সালের আইনের ১১এ (১) ধারার বিধানগুলির উপর যুক্তি দিয়েছেন, তাই উদ্ধৃত প্রতিবেদনের উক্ত সাধারণ অনুপাতটি আহ্বান করার প্রয়োজন নেই, কারণ আইন নিজেই এখানে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে।

৩৫. ফ্যাক্টাম ভ্যালেটের নীতিটিও কার্যকর হয়, কারণ প্রজ্ঞাপনের তারিখের একই তারিখে অনুষ্ঠিত নবনির্বাচিত কাউন্সিলের সদস্যদের প্রথম বৈঠকে কোনও উল্লেখযোগ্য অবৈধতা ছিল না যদিও এটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের আগে। নবনির্বাচিত কাউন্সিল ইতিমধ্যে তার সভাপতি এবং সহ-রাষ্ট্রপতির সাথে মাত্র এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং, এই মুহূর্তে একটি পরবর্তী চ্যালেঞ্জ-সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে, যদি স্থায়ী হয়, তবে সময়টিকে পিছিয়ে দেবে এবং এর মধ্যে কাউন্সিলের নেওয়া বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে পারে, যা অসংখ্য ব্যক্তি এবং ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে। উপরে যেমন বলা হয়েছে, সবচেয়ে খারাপভাবে, একটি ছোটখাটো প্রযুক্তিগত অনিয়ম ঘটেছিল কারণ সদস্যদের প্রথম সভা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পরে অনুষ্ঠিত হয়নি, যদিও সরকারী গেজেট প্রকাশনায় উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে।

৩৬. উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও, আবেদনকারী ১৯১৪ সালের আইনের ৩৩ ধারার অধীনে প্রণীত বিধি এবং/অথবা ১৯১৪ সালের আইনের অন্য কোনও বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে কোনও জোরালো মামলা করেননি। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিজেই। বর্তমান রিটের আক্রমণের ভিত্তি

হল রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, যা উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৭. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমি রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ও মনোনয়নের প্রক্রিয়া এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন বা নতুন পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও গুরুতর অবৈধতা খুঁজে পাই না যা এই বিলম্বিত পর্যায়ে আপেল কার্টকে বিরক্ত করার জন্য যথেষ্ট।

৩৮. তবে, যেহেতু নির্বাচনের অন্যান্য দিকগুলিতে আবেদনকারীর দ্বারা কোনও উল্লেখযোগ্য যুক্তি পেশ করা হয়নি, তাই এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই দিকগুলি এই আদালত দ্বারা নেওয়া হয়নি।

৩৯. তদনুসারে, ২০২৩ সালের ডব্লিউপিএ No.১৪৪৪৭ খরচ হিসাবে কোনও আদেশ ছাড়াই প্রতিযোগিতায় বরখাস্ত করা হয়।

৪০. জরুরি প্রত্যয়িত সার্ভার কপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে দলগুলিকে জারি করা হবে যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর।

(বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly